সমকাল

তারিখ 18 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

১৪৪ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর ও নান্দাইল উপজেলার ৪৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪৪টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। অবসর গ্রহণ, অন্যত্র বদলি ও মৃত্যুজনিত কারণে প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজসহ শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা বিভাগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ গৌরীপুর নান্দাইল

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় সরকারি ১৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৩টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৪৭টি। ২৩টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। চাপিলাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে।

উপজেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলী সিদ্দিক বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের চাহিদাপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গৌরীপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৯টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার ধুরুয়া, পাছার, ছিলিমপুর, ধীতপুর, উখাকান্দা, বালিজুরীরা, কড়েহা, রামকৃষ্ণপুর, তেশিরা, ভালুকপুর, মাওহা, তেলিহাটি, পাল্টিপাড়া, দক্ষিণ লামাপাড়া, নহাটা, পূর্ব ভালুকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৪৯টি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৪১টি। গৌরীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল আশরাফ বলেন, প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত একজন সহকারী শিক্ষক দিয়ে। দ্রুত শিক্ষক দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

অন্যদিকে নান্দাইল উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে। এ ছাড়া ৭৫ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফিউল হক বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের পদগুলো খালি থাকার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অবগত রয়েছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।